ওয়াকফের করালগ্রাস

ওয়াকফের করালগ্রাস

(হিন্দু সম্পদ দখলের সর্বগ্রাসী ষড়যন্ত্র)

আইনজীবী প্রসূন মৈত্র

ব ই ব ন্ধু

WAQF-ER KARALGRAS

By Prasun Maitra
Published by Boibondhu Publications Private Limited
26/2 Surya Sen Street, Kolkata 700009
© Prasun Maitra
ISBN 978-81-983417-0-9

প্রচ্ছদ: সৌরভ মিত্র
সম্পাদনা: দেবজ্যোতি চক্রবর্ত্তী

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০২৫

প্রকাশক
বইবন্ধু পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ
২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
আলাপন ৮৬১৭৩৮১০৯৫
www.boibondhupub.com

মুদ্রক: মুদ্রণ এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা ৭০০০৫৪

মূল্য: 399 / Price: $ 9

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ প্রতিলিপি বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

উৎসর্গ

আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষদের প্রতি উৎসর্গিত, যাঁদের প্রতি আমাদের অপরিসীম ঋণ শোধ করার ক্ষুদ্র প্রয়াস। তাঁরা জিহাদের তলোয়ারকে দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করেছিলেন,মাথা নত করেননি। তাঁদের বীরত্বের জন্যই আজ আমরা দিনে পাঁচবার হল্লার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য নই। বরং, আমরা পিতৃপক্ষের (মহালয়া) সময় তাঁদের স্মরণ করি এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

কৃতজ্ঞতা

নিজে কখনও বই লিখবো - এটা জীবনের একটা চেকবক্স ছিল কিন্তু সেটাতে আদৌ কখনও টিক দিতে পারবো কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান ছিলাম। দীর্ঘদিন মাঠের লড়াই ও আইনি লড়াইয়ে যুক্ত থাকলেও সংসদে প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিষয়ে একটা বই লেখার জন্যে যখন বইবন্ধু পাবলিকেশনের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হলো তখন, সত্যি বলতে, নিজের উপর খুব একটা আস্থা ছিলনা যে কতটা সফল হবো। এরপর ভাতৃসম দেবজ্যোতি চক্রবর্তী'র অনুপ্রেরণায় এই কাজে ব্রতী হওয়ার সাহস সঞ্চয় করি। এই বই সুধী সমাজে নাম লেখানোর সোপান নয়, জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে আশু বিপদকে চিনতে পারার সুযোগ মাত্র। এই বই পড়ে আপনি যদি জেহাদি ষড়যন্ত্রের করালগ্রাসকে চিনতে পারেন এবং পরিচিতদের সেই বিষয়ে অবগত করাতে উদ্যোগী হল তাহলে এই বইয়ের উদ্দেশ্য সফল বলে বিবেচিত হবে। ছোটভাই দেবজ্যোতি চক্রবর্তী, বইবন্ধু পাবলিকেশনের কর্ণধার শিবশঙ্কর চক্রবর্তী এবং অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এই রচনার কাজে ক্রমাগত উৎসাহ দিয়েছেন। আর বিশেষ ধন্যবাদ আমার অর্ধাঙ্গিনী অর্পিতা'কে যে শুধু আমার সামাজিক কাজে আমার পাশেই দাঁড়ায়নি, একইসাথে আমার পারিবারিক দায়িত্বের সিংহভাগ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে এই বই লেখার সময় করে দিয়েছে।

সূচীপত্র

ভূমিকা

আশীর্বচন – শ্রী শ্রী কার্ত্তিক মহারাজ

ওয়াক্‌ফ্‌ আইন ও তার সংশোধন – শ্রী তথাগত রায়

ওয়াকফ আইন: ভারতবর্ষ দখলের এক সুসংগঠিত চক্রান্ত? –

শ্রী তরুণজ্যোতি তেওয়ারি

রাষ্ট্রবোধ নির্মাণের অনীহায় ওয়াকফ বিষয়ে অচেতন রাখে –

শ্রী কৌশিক অধিকারী

ওয়াকফ আইন ভারতীয় সার্বভৌমত্ব ও পন্থ নিরপেক্ষতার পরিপন্থী –
শ্রী সুদীপনারায়ণ ঘোষ

প্রথম অধ্যায় - ওয়াকফ - গণতন্ত্রে এর অবস্থান

- ভারত - সহনশীলতা ও প্রজ্ঞার ভূমি।
- ভারতে ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক।
- রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বাছাই করা পদ্ধতি।
- কঠোর ওয়াকফ আইন এবং এর ভারতবর্ষের ওপর উদ্বেগজনক প্রভাব।
- ওয়াকফ কী এবং এর কার্যপদ্ধতি।

দ্বিতীয় অধ্যায় - ওয়াকফ - ধর্মীয় আধিপত্য থেকে রাজনৈতিক তোষণ

- ওয়াকফের উৎস: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট।
- প্রাথমিক ইসলামী যুগ: নবীর আদর্শ।
- রাশিদুন ও উমাইয়া খিলাফতে ওয়াকফের সম্প্রসারণ।

- আব্বাসীয় যুগ: প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং সম্প্রসারণ।
- অটোমান সাম্রাজ্য: ওয়াকফের বিকাশের শিখর।
- ওয়াকফ ব্যবস্থার অবনতি ও আধুনিক রূপান্তর।
- ভারতে ব্রিটিশ পূর্ব ওয়াকফ ব্যবস্থা।
- প্রাথমিক ব্রিটিশ উপনিবেশিক হস্তক্ষেপ।
- ওয়াকফ ভ্যালিডেটিং আইন, ১৮১০ এবং পরবর্তী আইনি পরিবর্তন।
- ১৯১৩ সালের ওয়াকফ আইন এবং মুসলিম প্রতিরোধ।
- ওয়াকফ ব্যবস্থার উপর ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের প্রভাব।
- স্বাধীনতা পরবর্তী এবং দেশভাগ পরবর্তী ওয়াকফের উন্নয়ন।
- ওয়াকফ আইনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন: ১৯৫৪, ১৯৯৫ এবং ২০১৩।
- অন্যান্য দেশে ওয়াকফ আইন ও নিয়মাবলী।

তৃতীয় অধ্যায় - ওয়াকফ আইনের বিপত্তি এবং ২০২৪ সালের প্রস্তাবিত সংশোধনী বিল

- ভারতে ওয়াকফ বোর্ডগুলির ভূমিকা এবং চ্যালেঞ্জ।
- ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী।
- ওয়াকফ ব্যবস্থার উপর সচার কমিটি এবং অন্যান্য প্রতিবেদন থেকে অন্তর্দৃষ্টি।

- প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিস্তৃত দৃষ্টি।
- মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের অবস্থান।
- সংশোধনীতে বিরোধিতা।
- কেন ২০২৪ সালের সংশোধনী বিলের প্রস্তাবগুলি সংবিধানের ২৫ ও ২৬ ধারা লঙ্ঘন করে না।
- ওয়াকফের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি।
- ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪-এ প্রস্তাবিত পরিবর্তন।
- ওয়াকফের অযাচিত ক্ষমতার প্রভাব।
- ওয়াকফ সম্পদের বৃদ্ধি।
- কেন প্রচলিত ওয়াকফ আইন ভারতের সাংবিধানিক এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্য সম্ভাব্য হুমকি?

চতুর্থ অধ্যায় - ওয়াকফ আইন ও সংশোধনী (১৯৫৪-২০১৩)

- ১৯৫৪ সালের ওয়াকফ আইন।
- ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইন।
- ২০১৩ সালের ওয়াকফ (সংশোধনী) আইনের বিস্তারিত বিবরণ।

লেখক পরিচিতি

তথ্যসূত্র

প্রস্তাবনা

লেখক প্রসূন মৈত্র তার গভীর চিন্তা উদ্রেককারী কাজের মাধ্যমে ওয়াকফ সমস্যার উপর ভীষণ প্রশংসনীয় কাজ করেছেন, যা বর্তমানে আমাদের দেশের প্রত্যেকের জন্য একটি গুরুতর সমস্যা। তিনি এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ক্রমিক বিকাশ চিত্রিত করেছেন, যা বহু শতাব্দী ধরে ভারতের মুসলিম শাসনের উত্তরাধিকার বহন করে আসছে। লেখক তুলে ধরেছেন, কীভাবে এই ওয়াকফ ব্যবস্থা অমুসলিমদের জমি, জীবিকা এবং এমনকি তাদের অস্তিত্বের জন্যও অস্তিত্ব সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। ওয়াকফ বোর্ডের অযৌক্তিক, স্বেচ্ছাচারী এবং ভিত্তিহীন দাবিগুলি সারা দেশে উত্তেজনা এবং অশান্তির সৃষ্টি করেছে।

এই "অবৈধ" ব্যবস্থার দ্রুত অবসানের প্রস্তাব দিয়েছেন মৈত্র, হয় এটি সম্পূর্ণ বাতিল করে বা সংশোধন করে। ভারতীয় সংসদ এটির ব্যাপক সংস্কারের পরিকল্পনা করছে, যা দেশের কোটি কোটি শান্তিপ্রিয় নাগরিকের মনে আশার আলো জাগিয়েছে। আমি আশা করি, একজন আইনজীবীর এই বিশ্লেষণাত্মক কাজ মূল বিষয় স্পষ্ট করতে, সমস্যাটির গভীর অনুধাবন বাড়াতে এবং দ্রুত সমাধানে সাহায্য করবে।

অতীত যদি শিক্ষক হয়, তাহলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদাহরণ থেকে শিখতে পারি। যেমন করে তিনি বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে এক লহমায় প্রিভি পার্স বিলুপ্ত করেছিলেন।

যারা ইংল্যান্ডের রাজা হেনরি অষ্টম (১৫০৯-১৫৪৭) এর "ডিসোলিউশন অব মোনাস্টেরিস" সম্পর্কে জানেন, তারা মনে করতে পারবেন, কীভাবে তিনি ১৫৩০-এর দশকে দুটি সংসদীয় আইনের মাধ্যমে মনাস্টেরিগুলির অবসান ঘটিয়েছিলেন। ইংরেজ রাজা মনে করতেন,

এগুলি রোমান ক্যাথলিক ধর্মের ঘাঁটি, যা ব্রিটেনের জাতীয় স্বার্থ এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য ক্ষতিকর। তাই সেগুলি বিলুপ্ত হতে হবে। কে বলে "ইতিহাস মূল্যহীন"?

এখন সময় এসেছে, আমাদের জনগণকে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে জানানো যে, বিদেশ থেকে আসা পরগ্রহী ধারণা ও প্রতিষ্ঠান ছাড়ায় ভারতীয়রা ভালো থাকবে। এইসব শুধু আমাদের ইসলামি সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহতাকে মনে করিয়ে দেয়। যে দেশ ইতিমধ্যে ইসলামের নামে বিভক্ত হয়েছে, সেখানে অযৌক্তিক এবং জাতীয় স্বার্থের বিরোধী বিশেষ সুবিধা ও তোষণের রাজনীতি পরিত্যাগ করা উচিত।

ড. শরদিন্দু মুখার্জি
ইতিহাসবিদ এবং লেখক
প্রাক্তন অধ্যাপক, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন সদস্য, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিকাল রিসার্চ,
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার

ভূমিকা

ভারতবর্ষ বহু হাজার বছরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর আধ্যাত্মিকতার ভাণ্ডার। সেই গৌরবোজ্জ্বল অতীতের পাশাপাশি ভারতীয় ইতিহাসের পাতায় পাতায় আক্রমণ, লুঠ, অত্যাচার আর বিদেশি শাসনের করুণ কাহিনী ছড়িয়ে আছে। এমনই এক দেশ, যা তার সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও তার চিরন্তন মূল্যবোধকে ধরে রেখেছে। শত বিপত্তি সত্ত্বেও, এই দেশটি বারবার তার ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিক চর্চা এবং সভ্যতার প্রজ্ঞা সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। দীর্ঘ বৈদেশিক শাসনের অবসানের পর, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষণে মনে হয়েছিল ভারত এবার সত্যিকারের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শের পথে এগিয়ে যাবে। তবে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারত শাসনের নতুন একটি অধ্যায় শুরু হয়, যেখানে কংগ্রেস পার্টি, বিশেষত গান্ধী -নেহরু পরিবার ক্ষমতা সুসংহত করে। ক্ষমতার লাগাম এসে যায় কংগ্রেসের হাতে—আর কালক্রমে সেই লাগাম পরিণত হলো গান্ধী-নেহরু পরিবারের একচেটিয়া রাজত্বে। ধর্মের ভিত্তিতে তিন টুকরো হওয়ার পরেও ভারতবর্ষকে সুচতুরভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রেখে দেওয়া হয়। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান, মুসলিমদের দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, অথচ হিন্দুদের জন্য দেশ ঘোষণা করা হয়নি। ভাবটি এমন যে" হিন্দু হলো ভাগের মা," সবাই এর সবকিছুর দখল নেবে। কংগ্রেস দল' ,মুসলিম তোষণ' নীতিকে তাদের ভোট ব্যাংককে সুরক্ষিত রাখতে বড়সড় অস্ত্র হিসাবে রাখে। ক্ষমতায় টিকে থাকার দুর্দমনীয় লোভে, কংগ্রেস দল, ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে বারবার হাস্যকর রূপে উপস্থাপন করেছে। যদিও ভারত নিজেকে একটি সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ) ১৯৪৭ সালে' ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি) এবং গণতান্ত্রিক জাতি হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু বাস্তবে নীতিগুলি তোষণ রাজনীতির এক অস্বস্তিকর ধারা তুলে ধরে। এর মধ্যে ১৯৫৪ সালের ওয়াকফ আইন এবং ১৯৯৫ ও ২০১৩ সালের সংশোধনী আইনগুলি

তোষণমূলক আইনগুলির উদাহরণ হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা অনেকের মতে, কেবল ভারতের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করেনি, বরং এটিকে বিচারব্যবস্থার আওতার বাইরেও নিয়ে গেছে, যেমন ১৯৯১ সালের ধর্মস্থল আইন, যা আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করব। এই ওয়াকফ আইন আজ ভারতের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর এক বিশাল কালিমা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওয়াকফ—এই শব্দটি শোনার পর থেকেই মনের মধ্যে যেন মধ্যযুগীয় পরাধীনতার এক কুয়াশা এসে ভর করে। ওয়াকফ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল "ঘেরাও করা," "বন্ধ করা "বা" নির্ধারণ করা– " এর উৎস ইসলামী আইনশাস্ত্র থেকে এসেছে এবং এটি মুসলমান সুলতান আমলে ভারতে প্রবর্তিত হয়। প্রাথমিকভাবে এটি একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে ব্যক্তিরা ইসলামিক আইনের অধীনে ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে সম্পত্তি উৎসর্গ করতে পারতেন। এম কাজিম বনাম এ আসগর আলি মামলায় দেখা যায়, ওয়াকফ আইনের দৃষ্টিতে মানে হচ্ছে পবিত্র বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে কোনো নির্দিষ্ট সম্পত্তি সৃষ্টি করা। এই ব্যবস্থা মূলত সদাশয় উদ্দেশ্যে তৈরি হলেও সময়ের সঙ্গে এটি ক্ষমতা দখলের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে, যা প্রায়শই ধর্মীয় আবরণের আড়ালে অবাধে সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন এবং জমা করতে সুযোগ দেয়। ব্রিটিশরাও বুদ্ধি করে এই ব্যবস্থাকে কিছুটা সংশোধন করে চালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ভারত যখন স্বাধীন হলো, তখন মনে হয়েছিল এসব সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার হয়তো বিদায় নেবে। তবে কংগ্রেস দল আর তাদের তোষণ নীতির কারণে, ১৯৫৪ সালের ওয়াকফ আইন হয়ে দাঁড়ালো মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্যের দক্ষিণা। পরবর্তী সময়ে, ১৯৯৫ এবং ২০১৩ সালের সংশোধনীগুলো এই আইনকে এমন এক করালগ্রাসের রূপ দিল, যেখানে নিরীহ সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, এক সার্বভৌম রাষ্ট্র পর্যন্ত নিজের জমি বাঁচাতে পারে না। এমনকি মহামান্য সুপ্রিম কোর্টও কিছু করতে পারে না এই বিষয়ে।

শুনতে বেশ অবাক লাগলেও এটিই সংক্ষেপে ওয়াকফ আইনের ভয়াবহ বাস্তব। প্রতিটি ভারতবাসীর বিরুদ্ধে করা এই ছলনার ইতিহাস-নির্ভর, সত্যনিষ্ঠ এবং সাবলীল বিশ্লেষণের অভাবের ফলে সাধারণ মানুষ আজও জানেন না তাদের বিরুদ্ধে কি ভয়ানক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

এই তোষণ নীতি, যা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে প্রাধান্য দিয়ে নির্বাচনী সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে, তা জাতীয় ঐক্য ও সামাজিক সম্প্রীতির বড় ক্ষতি করেছে এবং আজও করছে। সব নাগরিকের প্রতি সমান আচরণ প্রচার করার পরিবর্তে, ধর্ম নির্বিশেষে, ওয়াকফ আইনগুলো বিভেদ সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে। ওয়াকফ নিয়ে আকচা-আকচি নির্বাচনী রাজনৈতিক সুযোগসন্ধানী প্রবণতাগুলোকে জোরদার করে যা ভারতের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক মূল্যবোধকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

এই বইয়ের অধ্যায়গুলোতে ওয়াকফ আইনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আইনি জটিলতা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। নিবিড় গবেষণা ও মননের দ্বারা, ওয়াকফকে ঘিরে থাকা ক্ষমতা, সম্পত্তি এবং রাজনীতির জটিল জালকে উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে বইয়ে। পাঠকদের জানা আবশ্যক যে ওয়াকফ আইনের সংস্কারের কেন প্রয়োজন। প্রতিটি সজাগ সাধারণ পাঠকের কাছে ন্যায়বিচার, সমতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের প্রতি ভারতের মূল প্রতিশ্রুতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায় এই বই।

এছাড়াও, ১৯৫৪ সালের ওয়াকফ আইন এবং এর পরবর্তী সংশোধনীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সর্বাঙ্গীণ বোঝার জন্য পুরো আইনের বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন ফুটনোট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুস্তকটি পাঠ করে পাঠকরা বুঝতে পারবেন কেন এই অবৈধ আইনটি অবিলম্বে প্রতিস্থাপন বা বাতিল করা প্রয়োজন।

এই বই লেখার সময় ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও পর্যবেক্ষকদের সাথে আমার আলাপ হয়েছে। তাঁদের সকলের প্রতি আমার

বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই তাঁদের উদারতার জন্য। আশা করি পাঠকরা একটি বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করবেন এবং ওয়াকফের সেইদিকগুলি নিয়ে ভাববেন যা তারা আগে কখনও ভাবেননি।

অ্যাডভোকেট প্রসূন মৈত্র